গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ।
(টিও-০১ শাখা)

নং-বাম/টিও-১/এমএলএম/২০১০/৩১৬ তারিখ ঃ ২৭-০৬-২০১১
খ্রিঃ ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানীসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম আইনানুগভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রণীতব্য ডাইরেক্ট সেল আইন-২০১১ এর খসড়া ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হলো । উক্ত আইনের বিষয়ে কোন মতামত/বক্তব্য যদি থাকে তবে উহা বিজ্ঞপ্তি জারীর ১৫ দিনের মধ্যে পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কক্ষ নং-১২৩, ভবন নং-৩ (২য় তলা) বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে লিখিতভাবে অথবা dto@mincom.gov.bd ঠিকানায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

(নাজমূল আহসান মজুমদার)
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন
ও
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬১৬৭৯ ।

প্রথম খসড়া
ডাইরেক্ট সেল আইন- ২০১১

যেহেতু ডাইরেক্ট সেল ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত কোম্পানী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং ইহার সহিত সংশিষ্ট ক্রেতা, ক্রেতা-পরিবেশক ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রনয়ণ করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

ধারা ০১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।- এই আইন ডাইরেক্ট সেল আইন-২০১১ নামে অভিহিত হইবে ।

ধারা ০২। প্রয়োগ ও পরিধি ।- এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে ডাইরেক্ট সেল ব্যবসা ও ইহার সহিত সংশিষ্ট সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্রেতা, ক্রেতা পরিবেশক ও ভোক্তা সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ।

ধারা ০৩। প্রবর্তন ।- **সরকার** সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংজ্ঞা

ধারা ০৪। সংজ্ঞা ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) **অস্থাবর বাণিজ্যিক সামগ্রী** বলিতে স্থানান্তরযোগ্য এমন পণ্য বা দ্রব্য বা সম্পদ বা সেবা বুঝাইবে যাহার ইজারা, স্বত্ব বা মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে ।

(২) **ই-মার্কেটিং** (E-Marketing) বলিতে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত পণ্য বা সেবার ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম বুঝাইবে ।

(৩) **ক্রেতা** বলিতে অর্থের বিনিময়ে পণ্য ও সেবার স্বত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) **ক্রেতা- পরিবেশক** ঃ ক্রেতা-পরিবেশক বলিতে ডাইরেক্ট সেল কোম্পানীর যে কোন স্তরের একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যিনি একাধারে সংশ্লিষ্ট ডাইরেক্ট সেল কোম্পানীর পণ্য বা সেবার ক্রেতা এবং কমিশনের বিনিময়ে ঐ কোম্পানীর পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের নিমিত্ত পরিবেশক হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হন ।

(৫) **টার্গেট** বলিতে বিক্রেতা বা ক্রেতা- পরিবেশক পর্যায়ে কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য একটি পূর্ব নির্ধারিত সংখ্যাসূচক একক বুঝাইবে, যাহার ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে কমিশন বা মুনাফা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রদেয় হইবে ।

(৬) **নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক** বলিতে এই আইনের আওতায় নিয়োগকৃত নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রককে বুঝাইবে ।

(৭) **নিবন্ধন** বলিতে এই আইনের ১২ ধারায় বর্ণিত নিবন্ধন বুঝাইবে ।

(৮) **পণ্য** বলিতে বিনিময়যোগ্য দলিল, শেয়ার, ঋণপত্র ও মুদ্রা ব্যতীত যেই কোন অস্থাবর বাণিজ্যিক সামগ্রী যাহা অর্থ বা মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতার নিকট হইতেকোন ক্রেতা ক্রয় করেন বা করিতে চুক্তিবদ্ধ হন ।

(৯) **পরিদপ্তর** অর্থ এই আইনের ৫ ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত পরিদপ্তর ।

(১০) **বিক্রেতা** বলিতে কোন পণ্যের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাকে বুঝাইবে ।

(১১) **ভোক্তা** বলিতে এমন কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি:-

(ক) মূল্য পরিশোধ করিয়া বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোন পণ্য ক্রয় করেন ;

(খ) পরিশোধিত, আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে কোন পণ্য ক্রয় করেন ;

(গ) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তির ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোন পন্য ক্রয় করেন;

(ঘ) পণ্য ক্রয় করিয়া উহা, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বীয় জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করেন ;

(ঙ) যিনি-

(১) মূল্য পরিশোধে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোন সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন ; বা আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে কোন সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন ; বা

(২) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তি ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে কোন পণ্য,সেবা, ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন ; বা

(৩) যিনি সেবা গ্রহণকারীর সম্মতিতে দফা (গ) এর অধীন গৃহীত কোন সেবার সুবিধা ভোগ করেন ;

(১২) **বিধি**- অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ।

(১৩) **সরাসরি বিক্রয় (Direct selling)** বলিতে এইরূপ বিপণন কার্যক্রম বুঝাইবে, যেই ক্ষেত্রে কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা বন্টনের কর্তৃত্ব বা স্বত্ব বা এজেন্সী বা লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ঐ পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা বন্টনের নিমিত্ত কমিশন বা লভ্যাংশ বা মুনাফা অথবা আর্থিক বা অনার্থিক কোনরূপ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে স্বীয় স্বত্ব বা লাইসেন্সের আওতায় একই বা অনুরুপ শর্তে বিপণন কর্মী নিয়োগের কর্তৃত্ব বা স্বত্বসহ বিক্রয়কারী বা বিপণনকারী হিসাবে নিয়োগ বা নিযুক্ত করেন অথবা নিয়োজিত বা নিযুক্ত হইতে প্রলুব্ধ করেন এবং বহুস্তর বিপণন (Multilevel Marketing), পিরামিড সদৃশ বিক্রয় কার্যক্রম(Pyramid Selling Scheme), নেটওয়ার্ক মার্কেটিং (Network Marketing), টেলি মার্কেটিং (Tele Marketing), দ্বারে দ্বারে বিক্রয় (Door to Door Sale), মেইল অর্ডারে (Mail Order Sale) ও **ই-মার্কেটিং** (E-Marketing) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

(১৪) **বহুস্র বিপণন কার্যক্রম** (Multilevel Marketing Scheme or arrangement) বলিতে পণ্য ও সেবার পিরামিড সদৃশ বিক্রয় কার্যক্রমকে বুঝাইবে যেখানে: -

(ক)কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে কোন পণ্য বা সেবার মালিকানা অর্জন করে বা উক্ত পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা ইজারা প্রদানের স্বত্ব বা বন্টনের লাইসেন্স অর্জন করে ।

(খ) ঐ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিম্নবর্ণিত যে কোন উপায়ে সুবিধা পাইয়া থাকে ।

(১) উক্ত কার্যক্রমে অতিরিক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি নিয়োগ;

(২) উক্তরূপ কার্যক্রমে অতিরিক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে বিক্রয় বা ইজারা বা অনুমতি পত্র বা অনুরূপ অন্য কোন পন্থায় পণ্য বা সেবা বন্টন ।

(গ) উপরোক্ত ক ও খ উপানুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত উক্তরূপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী বা এইরূপ কার্যক্রমের উন্নয়নে (Promote) কর্মী, যাহাদের মাধ্যমে কোন সুবিধা অর্জিত হয় বা হইয়া থাকে ।

(১৫) **পিরামিড সদৃশ বিক্রয় কার্যক্রম** (Pyramid Selling Scheme) বলিতে বহুস্তর বিপণন (MLM) এবং অনুরূপ কার্যক্রম বুঝাইবে ।

(১৬) **নেটওয়ার্ক মার্কেটিং** সাধারণত মাল্টি লেভেল মার্কেটিং নামে পরিচিত । ইহা ডাইরেক্ট সেলিং মার্কেটিং-এর অংশ ।

(১৭) **টেলি মার্কেটিং** (Tele Marketing) বলিতে সরাসরি বিক্রয় কার্যক্রমের আরও একটি সাধারণ ধরণকে বুঝাইবে, যাহাতে বিপণনকারী ক্রেতার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ।

(১৮) **দ্বারে দ্বারে বিক্রয় (Door to door Sale)** বলিতে নিম্মোক্ত পদ্ধতিতে পণ্য ও সেবা বিক্রয়কে বুঝাইবে ঃ -

(ক)কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি -

(i) কোন নির্দিষ্ট অবস্থানে ব্যবসা না চালিয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করিয়া বা

(ii) টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়া,

এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে অনুসন্ধান করে যাহারা পণ্য বা সেবা ক্রয় অথবা বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয় বা হইতে সম্মত থাকে ;

(খ) প্রথমোক্ত বা তৎপরবর্তী ব্যক্তি বা পর্যায়ক্রমে নিয়োজিত নতুন ক্রেতার (Prospective purchasers) সঙ্গে এইরূপ বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনা করে বা চুক্তি সম্পাদন করে ।

(১৯) **মেইল অর্ডার বিক্রয়** বলিতে কোন ব্যক্তি বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক মেইলযোগে প্রাপ্ত বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত পণ্য ও সেবার বিক্রয় কার্যক্রমকে বুঝাইবে ।

(২০) **লাইসেন্স** বলিতে সরকার কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স বুঝাইবে ।

(২১) **সেবা** বলিতে স্পর্শযোগ্য নয় এমন সকল বৈধ স্বত্ব , সুবিধা ও অধিকার অন্তর্ভূক্ত হইবে ।

(২২) **সুবিধা** (Benefit) বলিতে যেই কোন কমিশন, বোনাস, লভ্যাংশ, বাট্টা (Discount) প্রত্যর্পণ (Refund), অন্য কোন অর্থ প্রদান, সেবা এবং যেই কোন প্রকারের লাভ বা লাভের প্রতিশ্রুতি বুঝাইবে ।

তৃতীয় অধ্যায়
পরিদপ্তর ও নিয়ন্ত্রক

ধারা ০৫। পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি পরিদপ্তর থাকিবে, যা ডাইরেক্ট সেল পরিদপ্তর নামে অভিহিত হইবে ।

(২) উপধারা (১) মতে পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনে নিয়ন্ত্রকের জন্য নির্দিষ্টকৃত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রকের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ডাইরেক্ট সেল পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে ।

ধারা ০৬ । পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ইত্যাদি । - (১) পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে ।

(২) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে ঢাকার বাহিরে যে কোন বিভাগ বা প্রশাসনিক ইউনিটে পরিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে উক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত দপ্তরের জনবল নির্ধারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে ।

ধারা ০৭। নিয়ন্ত্রক । (১) পরিদপ্তরের একজন নিয়ন্ত্রক থাকিবে ।

(২) নিয়ন্ত্রক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে ।

(৩) নিয়ন্ত্রক পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যাবলী সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(৪) নিয়ন্ত্রকের পদ শূণ্য হইলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে নিয়ন্ত্রক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূণ্য পদে নবনিযুক্ত নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা নিয়ন্ত্রক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করিবেন ।

ধারা ০৮ । নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স এর কার্যকারিতা স্থগিত , বাতিল ও পুণর্বহালকরণ ।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ক্রেতা, ক্রেতা-পরিবেশক ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ এবং তাহা লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিস্পত্তি করিবার লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

(৩) উপধারা ।- (২) এর বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিম্ন বর্ণিত সকল বা যেই কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন প্রতিপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন,
(খ) ডাইরেক্ট সেল আইনে উল্লিখিত অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা ;
(গ) কোন ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানী বা এই ব্যবসার সাথে জড়িত অন্যান্য সংস্থার কর্মতৎপরতা তদারকি ও পর্যবেক্ষণ ;
(ঘ) ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানী এবং এই ধরনের কর্মকান্ডের সহিত জড়িত অন্যান্য সংস্থার নিকট হইতে কোন প্রতিবেদন আহ্বান করা ;
(ঙ) দফা-(ঘ) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং তদনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ;
(চ) কোন বিজ্ঞাপন দেয়ার আগে নিয়ন্ত্রকের ভেটিং গ্রহণ ;
(ছ) ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানী এবং এই সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সহিত জড়িতদের এবং অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।

ধারা ০৯। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ।- পরিদপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে ।

চতুর্থ অধ্যায়
লাইসেন্স ও নিবন্ধন

ধারা ১০। ডাইরেক্ট সেল ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা।- (১) ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র লাইসেন্স গ্রহণ সাপেক্ষে কোন কোম্পানী নিবন্ধিত হইতে পারিবে ।

(২) কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর আওতায় নিবন্ধন এবং এই আইনের অধীন লাইসেন্স ব্যতীত ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবেনা ।

ধারা ১১। লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র দাখিল।- (১) এই আইনের ধারা-১০ এ বর্ণিত ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রমের লাইসেন্স গ্রহণের আবেদনপত্রের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র, তথ্যাদি নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করিতে হইবে ঃ-

(ক) রেজিষ্ট্রার জয়েন্ট স্টক কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত বহুস্তর বিপণন কোম্পানীর নামের ছাড়পত্র ।
(খ) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে নিবন্ধিত ডাইরেক্ট সেল কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধনপত্রের সত্যায়িত কপি ।
(গ) কোম্পানীর সংঘবিধি ও সংঘস্মারক এর সত্যায়িত কপি ।
(ঘ) ইতিমধ্যে নিবন্ধিত কোম্পানীর নিরীক্ষিত সর্বশেষ উদ্বৃত্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ।
(ঙ) যে সমস্ত পণ্য বা সেবা বিপণন করা হইবে তাহার নামসহ বিস্তারিত বিপণন পদ্ধতি ও পরিকল্পনা ;
(চ) সংশিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এবং আয়কর সনদপত্র ও উদ্যোক্তাদের জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি ।
(ছ) নিয়ন্ত্রকের অনুকূলে আবেদনকারী কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের সমপরিমান অর্থের ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে ।
(জ) তফসিল ১ এ উলিখিত তথ্যাবলী/প্রতিশ্রুতি ।
(ঝ) ইহা ছাড়াও অন্যকোন তথ্য যাহা আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের জন্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজন মর্মে নির্ধারণ করেন ।

(২) ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিবন্ধিত কোম্পানী অন্য কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইবেনা ।

ধারা ১২। ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রমে নিয়োজিত কোম্পানীর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।- (১) ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোম্পানী আইনের আওতায় রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হইতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে এই আইন জারী হইবার পূর্বে নিবন্ধিত ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোম্পানীসমূহ অত:পর এই আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহণ করিবে এবং এই আইন জারী হইবার পর নতুন যে কোন সরাসরি বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোম্পানীকে এই আইনের বিধানাবলী সাাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহণের পর নিবন্ধিত হইতে হইবে ।

(২) সরাসরি বিক্রয় পদ্ধতিতে পণ্য ও সেবা বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিটি চুক্তি ক্রেতা পরিবেশক কর্তৃক সরাসরি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত কোম্পানীর সহিত সম্পাদিত হইবে এবং কোন ক্রেতা-পরিবেশক অপর কোন ক্রেতা-পরিবেশক এর সহিত বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে না।

ধারা ১৩। লাইসেন্স অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান। -(১) নিয়ন্ত্রক ধারা-১১-এ উলিখিত তথ্য ও দলিলপত্রসহ এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে যাচাইক্রমে সর্বোচ্চ ২৫(পঁচিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনে শুনানী গ্রহণ সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করিতে কিংবা কারণ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্স প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(২) (ক) ইতিপূর্বে যেই সকল কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান ডাইরেক্ট সেল ব্যবসায় জড়িত আছে, সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে এই আইন জারীর ৯০ (নব্বই) কার্য দিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বিধি মোতাবেক লাইসেন্স গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

(খ) লাইসেন্স প্রাপ্তির পর নতুন পণ্য সংযোজন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন নিতে হইবে।

ধারা ১৪। লাইসেন্স বাতিলকরণ ।- **(১)** নিয়ন্ত্রক এই আইনের ১০ ধারামতে প্রদত্ত লাইসেন্স প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাতিল করিতে পারিবেন যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,

(ক) ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন কোম্পানী এই আইনে দন্ডনীয় কোন অপরাধ একাধিকবার সংঘটন করিয়াছে;

(খ) লাইসেন্স গ্রহীতা এই আইনের অধীন বা বিধি দ্বারা জারীকৃত কোন বাধ্যবাধকতা পালন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন অথবা লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন ;

(গ) লাইসেন্স গ্রহীতা অথবা এই লাইসেন্স প্রয়োগ বা ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব অথবা অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রককে মিথ্যা, অশুদ্ধ বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করেন;

(ঘ) লাইসেন্স গ্রহীতার ব্যবসা পরিচালনার নীতি বা প্রক্রিয়া বা ধরন এমন হয় যার ফলশ্রুতিতে যেই সকল ব্যক্তি লাইসেন্সের সাথে সম্পর্কিত তাহাদের স্বার্থ অথবা ক্রেতার স্বার্থ যেই কোন প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপদগ্রস্ত বা ভোগান্তির সম্মুখীন মর্মে তদন্তক্রমে নিশ্চিত হয় এবং

(ঙ) লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্সে অনুমোদিত ব্যবসা পরিচালনা পরিত্যাগ করেন।

ধারা ১৫ । লাইসেন্স বাতিল, স্থগিত, পুনর্বহালকরণ ।- (১) লাইসেন্স গ্রহণের প্রাক্কালে এই আইনের ১১ ধারা মতে দাখিলকৃত কোন তথ্য বা কার্যক্রমের ব্যত্যয় বা বিচ্যুতির অথবা ভিন্নরূপ কোন গুরুতর/ধারাবাহিক ব্যত্যয় বা বিচ্যুতির ক্ষেত্রে **কর্তৃপক্ষ** যথাযথভাবে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া এবং উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধক্রমে লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে,

(২) উপধারা-১ এর আওতায় বাতিল/স্থগিতকৃত লাইসেন্স সরকার স্বীয় বিবেচনায় বা আবেদনের ভিত্তিতে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে,

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ পুণর্বহালের ক্ষেত্রে (ক) লাইসেন্সধারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃক লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না অথবা (খ) যে কারণে লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছিল তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

ধারা ১৬ । পণ্য বা সেবার মূল্য, গুণগতমান এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, কমিশন বা মুনাফা বিলিবণ্টন ইত্যাদির প্রয়োগ/ব্যবহার ।

(১) প্রতিটি পণ্য বা সেবার একটি সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারিত থাকিবে। ভোক্তা পর্যায়ে উক্তরূপ নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত কোন অর্থ বা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের গায়ে উহার উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে টার্গেট ভিত্তিক কমিশন বা মুনাফা প্রদানের চুক্তি থাকিলে, টার্গেট পূরণে অসমর্থতার ক্ষেত্রে পরিবেশক বা বিক্রেতাকে আনুপাতিক হারে কমিশন বা মুনাফা বণ্টন করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
কতিপয় ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট সেল ব্যবসা নিষিদ্ধ

ধারা ১৭। কতিপয় ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট সেল ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ।- তফসিল-২ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট সেল পদ্ধতিতে ব্যবসা/কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রক সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত তফসিলের ক্ষেত্রসমূহ পরিবর্তন,হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অপরাধ দণ্ড ও বিচার

ধারা ১৮। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা-১০ এর উপধারা (১) ও (২) লঙ্ঘন করে, তবে এইরূপ লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এই আইনের আওতায় অপরাধ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন এবং নূন্যতম ০২(দুই) বৎসর বা অনধিক ০৩(তিন) বৎসরের কারাদণ্ড এবং তৎসহ অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা ১৯ । তফসিল-২ এ বর্ণিত বিষয়ে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ৩ (তিন) বৎসর অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা ২০। পণ্যের মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক।- ডাইরেক্ট সেল পদ্ধতিতে বিপনণকৃত পণ্য মোড়কবদ্ধ হইতে হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোড়কের গায়ে পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহারবিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ অথবা ওয়ারেন্টি/গ্যারান্টির মেয়াদ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।

ধারা ২১। মোড়কবিহীন পণ্য বিপণনের দণ্ড ।- (১) এই আইনে বা আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন এই আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী কর্তৃক উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোড়কবিহীন পণ্য বিক্রয় করা হইলে এইরূপ বিধি লঙ্ঘনের সহিত জড়িত বা উক্ত বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং তদুপরি অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রমের আওতায় বিপনণকৃত পণের মোড়কের গায়ে ২০ ধারা মোতাবেক যে সকল তথ্য থাকিবার কথা তাহার এক বা একাধিক তথ্য না থাকিলে এইরূপ পণ্য বিক্রয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ২ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৩ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবে তদুপরি ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দনডনীয় হইবে।

ধারা ২২। প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক।- এই আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী কর্তৃক উক্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক ।

ধারা ২৩ । প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করার দণ্ড।- ২২নং ধারার বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং তদুপরি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ২৪। মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রতারণা করা ।- (১) ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি, ক্রেতা- পরিবেশক, কোন স্তরের কোন সদস্য বা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মী কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রতারণা করিতে পারিবে না।

(২) কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য এই আইনের কোন বিধান ভঙ্গ হইতে পারে এইরূপ জানিয়াও ডাইরেক্ট সেল কোম্পানীর বহুস্তর বিপণন কার্যক্রমের কোন স্তরের কোন কর্মী বা সদস্য যদি ঐ পন্য বা সেবা বিক্রয়ের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক, মুদ্রণ বা অন্য কোন প্রচার মাধ্যমে দ্বারে দ্বারে বিক্রয়, মেইল অর্ডারে বিক্রয় বা অনুরূপ অন্য কোন ভাবে ঐ সব পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের প্রচারণা চালায় তাহা হইলে ঐ বিক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও পরিচালকসহ শীর্ষ ব্যক্তিগণ যাহারা কোম্পানীর স্বার্থে এইরূপ প্রচারণার মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের পৃষ্ঠপোষকতাকারী ব্যক্তিসহ যে স্তরে অবস্থানকারী সদস্য এইরূপ প্রচারণা চালাইবে তাহার সহিত যোগসূত্র আছে এইরূপ তাহার উর্দ্ধতন স্তরের সকল সদস্য এই আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

ধারা ২৫। মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রতারণা করার দণ্ড।- ধারা-২৪ এর উপধারা (১) বা (২) এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ০১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা ২৬ । **ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বা সেবা বিক্রয়** ।- (১) এই আইনে বা আপাতত বলবৎ অন্যকোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ডাইরেক্ট সেল পরিচালনাকারী কোম্পানী কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করতে পারিবেনা।

ধারা ২৭। ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের দণ্ড ।- (১) উক্ত বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ০১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা ২৮। অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধি ও ইহার দন্ড ।- (১) এই আইনে বা আপাতত বলবৎ অন্যকোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ডাইরেক্ট সেল পরিচালনাকারী কোম্পানী কর্তৃক অযৌক্তিকভাবে বা অযৌক্তিক মাত্রায় পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে বা অন্য কোনভাবে বহুস্তর কোম্পানী কর্তৃক বিপণনকৃত পণ্য বা সেবার মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে সরকারের উদ্বিগ্ন হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইলে এই আইনের আওতায় নিয়োগকৃত নিয়ন্ত্রক এরূপ অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে স্বয়ং অথবা অন্যকোন কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত কার্য পরিচালনা করিবে।

(২) ১নং উপ-ধারায় বর্ণিত তদন্তে এই আইন বা বিদ্যমান অন্যকোন আইনের আওতায় বা তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বীয় বিবেচনায় যদি প্রমাণিত হয় যে, ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী কর্তৃক কোন পণ্য বা সেবার মূল্য ভোক্তা পর্যায়ে অযৌক্তিক মাত্রায় বা পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশিষ্ট দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে এই ধারার আওতায় দোষী সাব্যস্ত করিবে ।

(৩) ১ উপধারার অধীনে তদন্ত কার্যক্রমে অভিযুক্ত কোম্পানীকে কোম্পানী কর্তৃক অযৌক্তিক মাত্রায় মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই মর্মে প্রমাণ করিতে হইবে। অন্যথায় উক্ত কোম্পানীকে ২নং উপ-ধারা মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করা হইবে ।

(৪) অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি, ব্যক্তিসমূহ বা প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগ প্রমাণের জন্য উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করিতে হইবে ।

(৫) ২নং উপ-ধারা মোতাবেক কোন বহুস্তর বিপণন কোম্পানী অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে উক্তরূপ অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(৬) মূল্য নির্ধারণের যৌক্তিকতা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ধারা ২৯ । নিম্নমানের পণ্য বিক্রয় ও দন্ড ।- (১) নিয়ন্ত্রকের নিকট ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী কর্তৃক পণ্য ও সেবার মূল্যের তুলনায় নিম্নমানের পণ্য বা সেবা বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তাকে প্রতারিত করার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে বা নিয়ন্ত্রক লিখিত বা প্রচলিত অন্য কোনভাবে এইরূপ ঘটনা অবহিত হইলে নিয়ন্ত্রক স্বয়ং অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে এরূপ প্রতারণার ঘটনার বিষয়ে তদন্ত কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন ।

(২) ১নং উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রমে যদি প্রমাণিত হয় যে, পণ্য বা সেবার নির্ধারিত মানের তুলনায় নিম্নমানের পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের মাধ্যমে ভোক্তাকে প্রতারণা করা হইয়াছে তাহা হইলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ প্রতারণার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইবে ।

(৩) অভিযুক্ত ডাইরেক্ট সেল কোম্পানীকে তদন্ত কার্যক্রমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ।

(৪) ১নং উপানুচ্ছেদে প্রতারণার অভিযোগকারী ব্যক্তিসমূহ বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতারণার অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণাদি দাখিল করিতে হইবে ।

(৫) ২নং উপধারা মোতাবেক নিম্মানের পণ্য বিক্রয়ের জন্য কোন কোম্পানীকে দোষী সাব্যস্ত করা হইলে এইরূপ অপরাধের সহিত জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ০২(দুই) বৎসর অথবা অনধিক ০৩(তিন) বৎসরের কারাদন্ড এবং অনূর্ধ ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

ধারা ৩০। চুক্তি ভঙ্গের কারণে আর্থিক দন্ড প্রদানের শাস্তি ।- (১) এই আইন জারী হইবার পর কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণ বা নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্য বিক্রয় বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রেতা সরবরাহ না করার কারণে কোন বহুস্তর বিপণন ব্যবসার কোন স্তরের কোন সদস্য বা ক্রেতা-পরিবেশককে তাহার উর্ধতন স্তরের যে কোন সদস্য বা ক্রেতা- পরিবেশক বা কোম্পানী কর্তৃক আর্থিক দন্ড বা জরিমানা বা জামানত হিসাবে প্রদত্ত অর্থের সম্পূর্ণ বা আংশিক বাজেয়াপ্ত হওয়ার মত দন্ডে দন্ডিত হইলে এতদবিষয়ে লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত তথ্যের বিষয়ে নিয়ন্ত্রক স্বয়ং অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তাহার অধস্তন কর্মকর্তা দ্বারা তদন্তক্রমে এইরূপ ঘটনার সত্যতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য মামলা দায়ের হইবে ।

(২) উপধারা (১) মোতাবেক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না এবং উক্ত আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত বিধান লঙ্ঘনের কারণে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত মামলা দায়ের করিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য শাস্তির পরিমান ন্যূনতম ০২(দুই) বৎসর অথবা অনূর্ধ ০৩(তিন) বৎসরের কারাদন্ড এবং তৎসহ অনূর্ধ ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অপেক্ষা কম হইবে না ।

ধারা ৩১। বিক্রয়ের উদ্দেশ্য বেআইনী অবস্থান নিষিদ্ধ ।- (১) দ্বারে দ্বারে বিক্রয় বা অন্য যে কোন বিক্রয় পদ্ধতি হউক না কেন পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের লক্ষ্যে কাহারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ডাইরেক্ট সেল কোম্পানীর সদস্য কর্তৃক ঐ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রনাধীন বা মালিকানাধীন বা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির অবস্থান করা স্বাভাবিক এইরূপ স্থানে গমন ও অবস্থান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে পণ্য বা সেবা ক্রয় করিতে বাধ্য করা যাইবে না ।

(২) উদ্দিষ্ট ক্রেতা উপধারা (১) এ বর্ণিত স্থান ত্যাগ করিবার জন্য বিক্রেতাকে নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও বিক্রেতা ঐ স্থান ত্যাগ না করিলে তিনি অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং ন্যূনতম ০৬(ছয়) মাস বা অনধিক ০১(এক) বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা ৩২। বিচার ।- **(১)** এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে ।

(২) কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর-১৮৯৮ নির্ধারিত প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক দন্ড/অর্থদন্ড আরোপ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা এই আইনের অধীন নির্ধারিত দন্ড/অর্থদন্ড আরোপে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট এর ক্ষমতাকে সীমিত করিবেনা ।

ধারা ৩৩। অপরাধ জামিনযোগ্যতা আমলযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা ।- অন্যকোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন এই আইনের সকল অপরাধ জামিন অযোগ্য, আমলযোগ্য ও আপোষযোগ্য হইবে ।

ধারা ৩৪। আপীল ।- এই আইনের অধীনে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার ৬০(ষাট)দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সেশন জজের আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবে ।

সপ্তম অধ্যায়

পরীবিক্ষণ ও তদারকি

ধারা ৩৫। পরিবীক্ষণ ও তদারকি করিবার ক্ষমতা।- (১) কোম্পানীর সকল প্রকার লেনদেন ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করিতে হইবে ।

(১) ডাইরেক্ট সেল ব্যবসায় নিয়োজিত কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের বার্ষিক লেনদেন ও অডিট প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রক এর নিকট দাখিল করিবে ।

(২) নিয়ন্ত্রক বা তদকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন কোম্পানী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে কোন স্থানে প্রবেশ , তল্লাশী বা এই সংক্রান্ত যে কোন কাগজপত্র ইত্যাদি তলব , যাচাই ও জব্দ করিতে পারিবেন ।

(৩) জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রকের পক্ষে তদকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে স্বয়ং অথবা অন্যকোন কর্মকর্তা দ্বারা ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করিবেন ।

অষ্টম অধ্যায়

নিয়ন্ত্রকের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ও তাহা ভঙ্গের শাস্তি

ধারা ৩৬। প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ও আদেশ জারীর ক্ষমতা ।- (১) ডাইরেক্ট সেল প্রক্রিয়ায় জড়িত কোন কোম্পানী বা উহার অংশগ্রহণকারী বা উক্ত কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগকৃত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য নিয়ন্ত্রক সরকারের অনুমতিক্রমে উপর্যুক্ত সার্কুলার, নীতিমালা, বা আদেশ জারী করিতে পারিবেন ।

(২) উপধারা ১ অনুসারে জারীকৃত সার্কুলার, নীতিমালা বা আদেশ বা ইহার যে কোন একটির বা ইহাদের প্রতিটির সম্পূর্ণ বা আংশিক ভঙ্গ করিবার কারণে সংশিষ্ট ভঙ্গকারী কোম্পানী, ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি বা প্রতিষ্ঠানের যেই সকল ব্যক্তি উক্ত আদেশ, সার্কুলার বা নীতি ভঙ্গ করিবার মত কার্যকলাপে জড়িত ইহবেন তিনি বা তাহারা ন্যূনতম ০৬(ছয়) মাস এবং সর্বোচ্চ ০২(দুই) বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা ৩৭। ব্যবসা প্রচার ও প্রসার সংক্রান্ত বিধি নিষেধ।- (১) ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি, ক্রেতা-পরিবেশক, কোন স্তরের কোন সদস্য বা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মী -

(ক) সংঘবিধির পরিপন্থী কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারিবেন না ,

(খ) ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করার জন্য কোন অসত্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারিবেন না ।

(২) কোন ব্যক্তি ১নং উপধারা লঙ্ঘন করিবার কারণে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড তদুপরি ১০ (দশ) হাজার টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।

নবম অধ্যায়

কতিপয় চুক্তি সম্পাদন এবং তাহা ভঙ্গের কারণে আর্থিক বা অন্যবিধ দন্ড প্রদান নিষিদ্ধ

ধারা ৩৮ । চুক্তি ভঙ্গের কারণে ক্রেতা-পরিবেশক ইত্যাদিকে আর্থিক দন্ড দেওয়া নিষিদ্ধ ।- (১) ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন কোম্পানী উহার পণ্য বা সেবার ক্রেতা বা বিক্রেতা বা ক্রেতা-পরিবেশক বা ইহার কোন স্তরের কোন সদস্য বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ইহার সহিত এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ করিতে পারিবে না যাহাতে ঐ কোম্পানীর পণ্য বা সেবার ক্রেতা বা ক্রেতা-পরিবেশক বা বিক্রেতা সংগ্রহ না করার কারণে কোম্পানী উহার দ্বারা নিয়োগকৃত ঐ ক্রেতা বা ক্রেতা-পরিবেশক বা বিক্রেতা বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কোন আর্থিক বা অন্যবিধ দন্ড প্রদান করিতে পারে ।

(২) কোন ডাইরেক্ট সেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১নং উপধারা ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে বা এইরূপ কোন ঘটনা লিখিত বা প্রচলিত অন্য কোনভাবে নিয়ন্ত্রকের গোচরীভূত হইলে নিয়ন্ত্রক উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বীয় উদ্যোগে ১নং উপধারা ভঙ্গের বিষয়ে স্বয়ং বা অন্যকোন কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে ।

(৩) ২নং উপধারা মোতাবেক পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ডাইরেক্ট সেল কোম্পানীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে ।

(৪)তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার পর সংশিষ্ট ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী কর্তৃক ১নং উপধারা লঙ্ঘন করিয়াছে মর্মে প্রমাণিত হইলে ঐ কোম্পানীকে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে ।

(৫) উপধারা (৪) এর আওতায় দোষী সাব্যস্ত কোম্পানী ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ০২(দুই) বৎসর অথবা অনূর্ধ ০৩(তিন) বৎসরের কারাদন্ড এবং তৎসহ অনূর্ধ ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

ধারা ৩৯ । ক্রেতা, ক্রেতা-পরিবেশক এর সাথে কোম্পানীর চুক্তির শর্তাবলী নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে ।

ধারা ৪০। চুক্তি বাস্বায়নে ব্যর্থতা দণ্ডনীয় হইবে না ।- ডাইরেক্ট সেল ব্যবসা পরিচালনাকারী কোন ক্রেতা-পরিবেশক কর্তৃক বা ইহার যে কোন স্তরের যে কোন সদস্য কোম্পানীর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত বা মূল্যের বা পরিমানে পণ্য বিক্রয় বা নির্ধারিত সংখ্যক ক্রেতা সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে উক্ত ক্রেতা-পরিবেশক বা সদস্যের জামানত বাজেয়াপ্ত করে সমন্বয় করাসহ অন্য কোনভাবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য তাহাকে দন্ড দেওয়া যাইবে না ।

দশম অধ্যায়
পণ্য ও সেবার বাস্ব উপস্থিতি থাকিতে হইবে

ধারা ৪১ । পণ্য ও সেবার বাস্ব উপস্থিতি বাধ্যতামূলক । - (১) কোন ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী বা তদকর্তৃক নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি বা ক্রেতা -পরিবেশক বা কোম্পানীর কোন স্তরের কোন অংশগ্রহণকারী কর্তৃক কাহাকেও প্রলুব্ধকরণের মাধ্যমে এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ করা যাইবে না যাহাতে পণ্য বা সেবার বাস্তব উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও বা নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য বা সেবা পরিবেশনের বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য আয়োজন বা প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঐ ধরনের পণ্য বা সেবা পরিবেশনের নামে অর্থ আদায় করা হয় ।

(২) উপধারা ১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে কাহাকেও প্রতারিত করা হইলে বা প্রতারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে নিয়ন্ত্রক স্বীয় উদ্যোগে বা কোন অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বয়ং বা অন্য কোন কর্মকর্তার দ্বারা বিষয়টি তদন্ত করিবে ।

(৩) ২নং উপধারায় পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রম হইতে কোন ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী বা তদকর্তৃক নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি বা উহার কোন স্তরের কোন অংশগ্রহণকারীর বিরুদ্ধে যদি ১নং উপধারা ভঙ্গের কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তিনি ন্যূনতম ২ (দুই) বৎসর এবং সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বৎসর কারাদণ্ড এবং ১০ (দশ) হাজার টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।

একাদশ অধ্যায়
লাইসেন্স বাজেয়াপ্তকৃত কোম্পানী কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার শাস্তি

ধারা ৪২ । লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কার্যক্রম পরিচালনার শাস্তি ।- (১) লাইসেন্স বাজেয়াপ্তকৃত কোন ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী উহার ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখিলে উক্ত কোম্পানীর মালিক বা অংশীদারগন এবং উক্ত কার্যক্রমের সহিত জড়িত যে কোন ব্যক্তি, ক্রেতা-পরিবেশক বা বিক্রেতা এই আইন ভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি বা তাহারা ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন । তদুপরি উক্ত কোম্পানীর সকল সম্পদ সরকারের মালিকানায় বর্তাইবে। উক্ত সম্পদ নিয়ন্ত্রক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বা এই
বিষয়ে মামলা হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি গ্রহণক্রমে অবরুদ্ধ (Freeze) ও ক্রোকবদ্ধ (Attach) করিবেন এবং প্রচলিত আইনের আওতায় নিস্পত্তি করিবেন ।

দ্বাদশ অধ্যায়
আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের সহায়তা ও খরচ বহন

ধারা ৪৩ । আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা ও সরকার কর্তৃক খরচ বহন।- (১) বহুস্তর বিপণন কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন ডাইরেক্ট সেল কোম্পানী বা ইহার যে কোন স্তরের যে কোন সদস্য বা ক্রেতা-পরিবেশক বা উক্ত কোম্পানীর কার্যক্রমের আওতাভূক্ত যে কোনব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এই আইনের আওতাভূক্ত এমন কোন অপরাধ সংঘটন করে বা করার চেষ্টা করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করে যাহা এই আইন বা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন বা দন্ডবিধি বা মানি লন্ডারিং আইন বা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন বা অন্যকোন আইনে দন্ডনীয় সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এজাহার বা মামলা দায়ের বা প্রযোজ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক তার অধস্তন কর্মকর্তা বা দপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনে এডভোকেট নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় কৃত্য সাধন করিবেন বা প্রয়োজনীয় কৃত্য সাধনে সহায়তা প্রদান করিবেন ।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে এজাহার বা মামলা দায়ের ও পরিচালনা বা এডভোকেট নিয়োগ বা অন্যবিধ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইনের আওতায় উক্তরূপ কার্যক্রম পরিচালনার খরচ নির্বাহের ব্যবস্থা না থাকিলে বা থাকিলেও এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাহা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া না গেলে বা পর্যাপ্ত না হইলে নিয়ন্ত্রক এই আইন বাস্তবায়নকল্পে প্রনীত বিধি অনুসারে তাহার অধস্তন কর্মকর্তা বা দপ্তরের মাধ্যমে যথাসময়ে উক্তরূপ খরচ বহনের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন ।

(৩) উপধারা (২) বাস্তবায়নকল্পে সরকার নিয়ন্ত্রক বা তার অধীনস্থ দপ্তরের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিবে ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ

ধারা ৪৪। পরিচয়পত্র বহন বা ধারণ ।- কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত হালনাগাদ ছবিযুক্ত লেমিনেটেড পরিচয়পত্র প্রকাশ্যে ধারণ ব্যতীত ডাইরেক্ট সেল ব্যবসার আওতায় কোন ক্রেতা -পরিবেশক বা বিক্রেতা বা বিক্রয়কর্মী কোন প্রকার লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন বা পরিচালনা করিতে পারিবেনা ।

ধারা ৪৫। ক্ষমতা অর্পণ ।- সরকার অথবা নিয়ন্ত্রক এই আইনের অধীন যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ বা প্রদান করিতে পারিবেন ।

ধারা ৪৬। সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য ।- এই আইনের অধীন কোন দায়িত্ব পালন বা ব্যবস্থা গ্রহণ কালে সরল বিশ্বাসে কৃত বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের জন্য কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইবে না ।

ধারা ৪৭ । লঙ্ঘনের শাস্তি ।- এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিবার শাস্তি এই আইন বা অন্য কোন আইনে না থাকিলে ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন কোম্পানী বা ইহার যে কোন স্তরের যে কোন সদস্য কর্তৃক এই আইনের এইরূপ বিধান লঙ্ঘিত হইলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যুনতম ০২(দুই) বৎসর অনধিক ০৩(তিন) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবে ।

তবে শর্তে থাকে যে, একই অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে শাস্তির বিধান থাকিলে তাহা প্রযোজ্য হইবে ।

ধারা ৪৮। বিধি/প্রবিধি প্রণয়ন ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধি বা প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।
তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত সরকার, আদালত এবং সংশিষ্ট অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে

ধারা ৪৯। অব্যাহতি ।- এই আইনে বা অন্যকোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন সরকার কর্তৃক এক বা একাধিক পণ্য বা সেবা বিক্রয়, ইজারা, বা লাইসেন্সের মাধ্যমে বন্টনের (Distribution) ক্ষেত্রে তাহাকে ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করা যাইবে না এবং সেই ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে না ।

ধারা ৫০ । (১) এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, মূল **ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি**।- পাঠের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে ।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।

তফসিল-১
ধারা-১১ (১)(জ)

ডাইরেক্ট সেল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ-

১। প্রস্তাবিত কোম্পানীর নাম, অফিস ঠিকানা, টেলিফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টরস প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ঠিকানা, আর্থিক সক্ষমতার বিবরণ, ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল নম্বর ।

২। কোম্পানী কর্তৃক পন্য ও সেবার যথাযথ মান সংরক্ষনের বিষয়ে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদির বিবরণ ।

৩। কোম্পানী কর্তৃক বিপণনকৃত পন্যও ভোক্তা পর্যায়ে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকল্পে গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ

৪। পণ্যের সংগ্রহ/ক্রয়/উৎপাদন খরচের উপর কত অংশ(%) লভ্যাংশ যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হবে পণ্য/সেবা ভিত্তিক তার সম্ভাব্য পরিমান ।

৫। বহুস্তর বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোম্পানী মোট কতটি স্তরে উহার পণ্য ও সেবা বন্টন করিবে তার বিস্তারিত বিবরণ ।

৬। বহুস্তর বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন স্তরের কোন অংশগ্রহণকারী/ সদস্য/ ক্রেতাপরিবেশক বিক্রয়কর্মীকে কোম্পানী এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ করিবে না যার কারণে নির্ধারিত পরিমাণ পয়েন্ট/টারগেট অর্জণ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা সেবা বিপণনে ব্যর্থতার জন্য উক্ত অংশগ্রহণকারী/সদস্য/ক্রেতা পরিবেশক/বিক্রয়কর্মী আর্থিকভাবে দন্ডিত হয় এইরূপ প্রতিশ্রুতি ।

৭। বহুস্তর বিপণন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোম্পানী ইহার কোন স্তরের কোন সদস্য বা ক্রেতা-পরিবেশককে প্রতারিত করিবেন না মর্মে প্রতিশ্রুতি ।

তফসিল-২

(ধারা-১৭ দ্রষ্টব্য)

কতিপয় ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট সেল ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ ।- নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট সেল পদ্ধতিতে ব্যবসা বা কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকিবে ঃ-

(১) অবস্তুগত বা অলীক পণ্য এবং সময়ের ধারাবাহিকতা বা পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিপণনযোগ্য হইবে এমন পণ্য বা সেবা ;

(২) স্থাবর সম্পত্তি যেমন- জমি, বাড়ী, ফ্ল্যাট, দোকান বা অফিস স্পেস, গাছ ইত্যাদি;

(৩) সমবায় পদ্ধতির খামার বা সমিতি বা ব্যবসা এবং ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানী ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(৪) কমিশন বা বোনাস হিসাবে কোনরূপ শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় ;

(৫) সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র, বোনাস স্কীম, কিস্তির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ বা সঞ্চয় বা বিলিবণ্টন ইত্যাদি;

(৬) লটারীর টিকিট ;

(৭) প্লাটিনাম, স্বর্ণ, ব্রোঞ্জ, পারদ ;

(৮) হাইড্রো কার্বনস, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিপন্নকারী পদার্থ;

(৯) তেজস্ক্রিয় পদার্থ;

(১০) এসিড ও স্পর্শকাতর রাসায়নিক পদার্থ;

(১১) অস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ ;

(১২) ধাতব মুদ্রা;

(১৩) মাদক দ্রব্য ও তামাক জাতীয় দ্রব্য, নিষিদ্ধ ঘোষিত ঔষধ;

(১৪) খাদ্য ব্যবহার্য ক্ষতিকর রং;

(১৫) ভেজাল মিশ্রিত দ্রব্য/পণ্য;

(১৬) মেয়াদোত্তীর্ণ , অচল, বিষাক্ত ও নষ্ট পণ্য;

(১৭) আমদানী নিষিদ্ধ পণ্য ও বিদেশ থেকে চোরাই পথে (Smuggled) আসা পণ্য;

(১৮) অশীল ছবির ফিল্ম, সিডি ভিসিডি;

(১৯) উগ্র মৌলবাদী বই, ফিল্ম, সিডি, ভিসিডি;

(২০) রাষ্ট্র ও ধর্ম বিরোধী বা ধর্ম বিকৃতকারী বই, প্রচারপত্র, ফিল্ম, সিডি, ভিসিডি;

(২১) সরকার কর্তৃক বা আইন দ্বারা বিক্রয় বা সরবরাহ নিষিদ্ধকৃত অন্য যে কোন পণ্য ।

==== ০ ====